তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪২১

**উন্নত জাতি গঠনে একাত্ম হোন**

 **--তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 উন্নত দেশ গঠনের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠনে সবাইকে একসাথে কাজ করার জন্য আবারও উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীর  জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে 'নিটল-আয়াত-নিউজ নাউ বাংলা' এক্সিলেন্স এওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যদের অন্ধ অনুকরণ নয়, উন্নত জাতি গড়ে সরকার এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, যাতে ভবিষ্যতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে অনুকরণ করে। আর এজন্য সবাইকে একাত্ম হতে হবে।

 এ সময় তথ্যমন্ত্রী  আরো বলেন, যে পাকিস্তান বাংলাদেশকে অবজ্ঞা করত তারা আজ বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে আক্ষেপ করে। আগামী দু'বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ভারতকে ছাড়িয়ে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন হাছান মাহ্‌মুদ।

 সাংবাদিক শামীমা দোলার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিটল নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এফবিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি আব্দুল মাতলুব আহমাদ। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন সাবেক সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা প্রমুখ।

 আনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় শহীদ আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিকতায় রোজিনা ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রিপোর্টিংয়ে ফারজানা আফরিন, বাণিজ্যে প্রবীর কুমার সাহা, সংস্কৃতিতে মেহের আফরোজ শাওন, পর্যটনে শাহ মোমিনকে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতায় সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ উপ কমিটি'র প্রতিনিধির হাতে সম্মাননা তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রথম পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪২০

**লন্ডনের উদ্দেশে পরিকল্পনা মন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান আজ সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

 মন্ত্রী লন্ডনে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করবেন এবং সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে মতবিনিময় করবেন। এরপর তিনি ১০ ফেব্রুয়ারি লন্ডন থেকে ইটালির রোমের উদ্দেশে রওয়ানা করবেন। সেখানে অনুষ্ঠিতব্য ইফাদ (IFAD-International Fund for Agriculture Development) এর গভর্নিং কাউন্সিলের ৪৩তম সভায় তিনি যোগদান করবেন।

 মন্ত্রী আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে ।

#

শাহেদ/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৯

**হাসপাতালগুলোতে সুবিধা বাড়ানো হবে**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, দেশের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা হবে।

 আজ ঢাকায় জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে সুস্থ জাতি অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের হাসপাতালগুলোতে রোগীদের যথাযথ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি-সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা হবে। পাশাপাশি, চিকিৎসকরা যেন নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে সেজন্য চিকিৎসকদের জন্যও বিভিন্ন সুবিধা বাড়ানো হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দক্ষ চিকিৎসক প্রয়োজন। চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রতিমন্ত্রী এ সময় চিকিৎসকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের মানুষ অনেক সময়ই চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য বিদেশে যান। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলে যায়। যদি তাদেরকে এ দেশেই চিকিৎসাসেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তবে এই অর্থের সাশ্রয় হবে।  তাই, দেশের চিকিৎসা সেবায় আরো উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং চিকিৎসকদের আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। যাতে প্রত্যেকেই এ দেশে চিকিৎসা সেবা গ্রহণে উৎসাহিত বোধ করে।

 প্রতিমন্ত্রী এ সময় পরবর্তী প্রজন্মকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চিকিৎসকদের আরো নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

 জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবুল কাসেমের  সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক এ এ এম নছিহুল কামাল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৮

**২২৫টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ, ৪৮ লাখ ৭০ হাজার টাকার পণ্য নিলাম**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 নদীর তীর দখলমুক্ত করতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) আজ ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন আশুলিয়া প্রত্যাশা ব্রিজ থেকে ধউর ব্রিজ পর্যন্ত পাঁচটি পাকা স্থাপনা ও ২২০টি টিনের ঘর অপসারণ করেছে। ফলে সাড়ে তিন একর তীরভূমি উদ্ধার হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ অপসারণ কার্যক্রমে ৪৮ লাখ ৭০ হাজার টাকার পণ্য নিলাম, ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছে।

 উল্লেখ্য, বিআইডব্লিউটিএ নদীর তীর দখলমুক্ত করতে ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও বালু নদীর উভয় তীর মিলে মোট ১৫৭ কিলোমিটার তীরভূমিতে গত বছরের ২৯ জানুয়ারি হতে ২৪ জুলাই পর্যন্ত ৪টি পর্বে মোট ৫০ কার্যদিবসে ৪৭৭২টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করেছে। এগুলোর মধ্যে পাকা স্থাপনা ৭২৫টি, আধা পাকা ৯৮৬টি, বাউন্ডারি ওয়াল ৩২১টি এবং অন্যান্য ২৭৪০টি। একই অভিযানে ১২১ একর জায়গা অবমুক্ত, ১০ লাখ ৬৯ হাজার টাকা জরিমানা, ১০ কোটি ৮২ লাখ ৩২ হাজার ৪ শত টাকার পণ্য (ভ্যাট ও আয়কর-সহ) নিলাম করেছে।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর: ৪১৭

**‘বে-টার্মিনাল’ নির্মাণে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর আগামী বছর**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফব্রেুয়ার)ি :

 চট্টগ্রাম বন্দরের ‘বে-টার্মিনাল’ নির্মাণের লক্ষ্যে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরীর সাথে আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার ডেরেক লো (উঊজঊক খঙঐ) এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়।

 বৈঠকে আরো জানানো হয়, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ‘বে-টার্মিনাল’ নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই (ফিজিবিলিটি স্টাডি) করছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হওয়ার পর অন্যান্য কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। পোর্ট অভ্ সিঙ্গাপুর অথরিটি (পিএসএ) ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ বে-টার্মিনালের ২/৩টি জেটি-সহ প্রথম কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পিএসএ কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাদের প্রস্তাব পেশ করবে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পাবলিক প্রাইভেট প্রকিউরমেন্ট (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে অ্যাকশন প্ল্যান/ টাইমলাইন তৈরি করে পিএসএ’র সাথে শেয়ার করবে।

 সিঙ্গাপুর বে-টার্মিনাল নির্মাণের পাশাপাশি লজিস্টিকস খাতেও বিনিয়োগ করতে চায়। হাইকমিশনার বাংলাদেশ থেকে বালু আমদানির বিষয়ে সে দেশের ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহিত করবেন বলে জানান।

 মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আবদুস সামাদ, পিএসএ ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, সিঙ্গাপুরের আঞ্চলিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়ান চি ফুং (ডঅঘ ঈঐঊঊ ঋঙঙঘএ) এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৬

**বাংলা ইশারা ভাষা দিবস ৭ ফেব্রুয়ারি**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে ‘বাংলা ইশারা ভাষা দিবস’ উদযাপিত হবে। দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘ইশারা ভাষার প্রমিত ব্যবহার বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার’

 দিবসটির তাৎপর্য এবং গুরুত্ব বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

#

আলমগীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

 মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে থাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত দুর্লভ ছবি, অডিও-ভিডিও, পান্ডুলিপি, দলিল, হাতে লেখা বা প্রিন্টেড ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য অনুগ্রহপূর্বক মহাপরিচালক, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (মোবাইল: ০১৯১৩৩৮৪৮৯৫, ইমেইল: dg@nanl.gov.bd) বরাবর প্রেরণ কিংবা অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

#

ফরিদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১৪৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৪

**জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “প্রতিবছরের ন্যায় ৫ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

 ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জন, গবেষণা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ, সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে সমৃদ্ধ ও জ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের প্রতিটি সরকারি গণগ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার সংযোজন করা হয়েছে। সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের অনলাইন ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনলাইন গ্রন্থাগার সেবা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পাঠক বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের বই সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারবে।

 ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বই নিয়ে প্রতিটি জেলার পাঠকের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে গেছে। গ্রন্থাগারের জনবলকে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শাহবাগস্থ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত ও আধুনিকতম গ্রন্থাগারসেবা সম্প্রসারণ করা হবে। টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাধিসৌধ গ্রন্থাগারটিকে একটি আধুনিক দৃষ্টিনন্দন গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। স্কুল পর্যায়ে লাইব্রেরি-ঘণ্টা চালুর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

 আমি বিশ্বাস করি, এ দিবস যথাযথভাবে পালনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার এবং উপকারিতা বিষয়ে জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতার সৃষ্টি করবে।

আমি ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১০.১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩

**জাতীয় গ্রন্থাগার** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

 জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তথ্য প্রযুক্তির যুগেও বিশ্বব্যাপী জ্ঞানার্জনের অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। গণগ্রন্থাগারে পাঠকসেবা, তথ্যসেবা, গবেষণা কার্যক্রমসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির বাধাহীন সুযোগ থাকায় গণগ্রন্থাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রযুক্তির বিবর্তনের ফলে মুঠোফোনের মতো নানা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। এসব যন্ত্রপাতির যথেচ্ছ ব্যবহার মানবীয় গুণাবলীকে পরিবর্তন করে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সকল পর্যায়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ব্যাপক ব্যবহার একটি উত্তম চর্চা হতে পারে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য প্রয়োজন আলোকিত মানুষ। আর এই আলোকিত মানুষ সৃষ্টিতে আমি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরসহ সৃজনশীল চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

 বর্তমান সরকারের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলস্বরূপ বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্যহ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্যের ভিত্তিতে ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দৃঢ় প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। মুজিববর্ষের এই যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন গ্রন্থাগার সেবা গ্রহণে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে আরো সচেতন, উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করবে - এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২০’ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরিক্ষিৎ/জুলফিকার/*আসমা/২০২০/১০০০ ঘণ্টা*